



দিশাহীন আন্দোলনে বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়

দিল্লিতে সাম্প্রতিক বিক্ষোভ এবং প্রশাসনের কঠোর পদক্ষেপের পর সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ ঘিরে এই বিতর্ক ফের সামনে এসেছে। এক দিকে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ নাগরিকের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার, অন্য দিকে জনজীবন সচল রাখা, নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখাও সরকারের দায়িত্ব। এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করাই সাংবিধানিক গণতন্ত্রের আসল পরীক্ষা। আইনশৃঙ্খলার অজুহাতে সরকার নাগরিক স্বাধীনতা খর্ব করতে পারে না। আবার গণতান্ত্রিক অধিকারের দোহাই দিয়ে আন্দোলনকারীরাও জনজীবন অনিদিষ্টকালের জন্য অচল করে দেওয়ার সীমাহীন অধিকার দাবি করতে পারেন না। সংবিধান অধিকার দেয়, কিন্তু সেই অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে দায়িত্ববোধও প্রত্যাশা করে।

আজ সবচেয়ে জরুরি প্রশ্ন, জনআন্দোলনের অভিমুখ ঠিক করছে কে? আন্দোলন কি সত্যিই মানুষের সমস্যার সমাধান চাইছে, নাকি মানুষের ক্ষোভকে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার হাতিয়ার করে তোলা হচ্ছে? এই প্রশ্ন কোনও একটি রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের জন্য নির্দিষ্ট নয়। ক্ষমতাসীন দল, বিরোধী শিবির, সামাজিক সংগঠন; সকলকেই নিজেদের ভূমিকা বিচার করতে হবে সংবিধান, নৈতিকতা এবং জনস্বার্থের নিরিখে।

গণতন্ত্রে বিরোধী দলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের নীতি নিয়ে প্রশ্ন তোলা, প্রশাসনিক ব্যর্থতা সামনে আনা এবং জনস্বার্থের বিষয়গুলিকে রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসা বিরোধীদের দায়িত্ব। কিন্তু বিরোধিতা মানেই শুধু সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপের বিরোধিতা নয়। বিকল্প নীতি, বাস্তবসম্মত সমাধান এবং পরিবর্তনের বিশ্বাসযোগ্য রূপরেখা তুলে ধরাও তাদের কর্তব্য। প্রতিটি মতপার্থক্য যদি সংঘাতে পরিণত হয়, প্রশাসনের প্রতিটি সিদ্ধান্তকে যদি ষড়যন্ত্র হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয় এবং প্রতিটি জনঅভিযোগকে যদি গোটা ব্যবস্থার পতনের প্রমাণ হিসেবে দেখানো হয়, তা হলে আসল সমস্যাগুলিই রাজনৈতিক শোরগোলের আড়ালে হারিয়ে যায়। একই ভাবে, সরকারও যদি সমালোচনাকে শত্রুতা বলে ধরে নেয়, তা হলে গণতান্ত্রিক সংলাপের পথ ক্রমশ সংকুচিত হবে।

একটি আন্দোলনের শক্তি তার জনসমাগমে নয়, তার উদ্দেশ্যের স্বচ্ছতা এবং মানুষের আস্থায়। দাবি কতটা স্পষ্ট, অভিযোগের ভিত্তি কতটা নির্ভরযোগ্য এবং প্রস্তাবিত সমাধান কতটা বাস্তবসম্মত; এসবের উপরেই নির্ভর করে আন্দোলনের বিশ্বাসযোগ্যতা। যখন মূল দাবি পিছনে চলে যায় এবং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা কিংবা মতাদর্শগত সংঘাত সামনে চলে আসে, তখন আন্দোলন তার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়। মানুষের ক্ষোভকে এক জায়গায় জড়ো করা এবং মানুষের বিশ্বাস অর্জন করা এক বিষয় নয়। সাময়িক উত্তেজনায় ভিড় জড়ো হতে পারে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি আস্থা অর্জন করতে লাগে ধারাবাহিকতা, সততা এবং গঠনমূলক কাজ।

ভারতের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে এর গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ রয়েছে। ১৯৭৪ সালের ছাত্র আন্দোলন এবং জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্ব দেখিয়েছিল, দুর্নীতি, মূল্যবৃদ্ধি ও শাসনব্যবস্থার সমস্যা নিয়ে মানুষের ক্ষোভকে বৃহত্তর সামাজিক-রাজনৈতিক সংস্কারের আলোচনায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব। বিহারের ছাত্রদের প্রতিবাদকে জয়প্রকাশ নারায়ণ একটি বিস্তৃত রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার প্রতিটি দিক বর্তমানের সঙ্গে ছব্ব মেলো না, কিন্তু একটি শিক্ষা আজও প্রাসঙ্গিক; আন্দোলনকে স্থায়ী তাৎপর্য দিতে হলে ক্ষোভের পাশাপাশি স্পষ্ট লক্ষ্য ও গ্রহণযোগ্য পথও প্রয়োজন। আজ কোনও আন্দোলনের সাফল্য মাথা উচিত নয় কতগুলি রাস্তা অবরুদ্ধ হল, কত বড় জমায়েত হল কিংবা কত দিন বিক্ষোভ চলল, শুধু তার ভিত্তিতে। আসল মাপকাঠি হল, সংশ্লিষ্ট সমস্যার সমাধানে আন্দোলন কতটা ভূমিকা রাখল, মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারল কি না এবং সমাজে সাংবিধানিক অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা কতটা বাড়াল।

সামাজিক মাধ্যম এই সমীকরণকে আরও জটিল করেছে। একটি ঘটনা কয়েক মিনিটের মধ্যে দেশজুড়ে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠতে পারে। সাধারণ মানুষও এখন প্রশাসনের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলতে, নিজেদের অভিজ্ঞতা জানাতে এবং জবাবদিহি দাবি করতে পারছেন। এটি গণতন্ত্রের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ। কিন্তু একই মাধ্যম দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে অর্ধসত্য, যাচাইহীন অভিযোগ, বিভ্রান্তিকর ভিডিও এবং আবেগনির্ভর প্রচারও। কোনও হ্যাশট্যাগের জনপ্রিয়তা কিংবা ভাইরাল ভিডিওর বিপুল দর্শকসংখ্যা আন্দোলনের নৈতিক বৈধতার প্রমাণ নয়। অভিযোগ কতটা গুরুতর, তা নির্ধারিত হওয়া উচিত তার পক্ষে থাকা তথ্যপ্রমাণ দিয়ে, অনলাইনে তার জনপ্রিয়তা দিয়ে নয়। যাচাই না করে অভিযোগ তুললে আন্দোলনকারীরা নিজেদের দাবির বিশ্বাসযোগ্যতাই ক্ষুণ্ণ করেন।

দক্ষিণ চিন সাগরে যৌথ উদ্যোগেই কি কমবে সংঘাত?

জ্বালানি সঙ্কটে নতুন করে আলোচনায় চিন-ফিলিপিন্স সমঝোতা

জয়দীপ সাহা

হরমুজ প্রণালীর অনিশ্চয়তা ও বিশ্ব বাণিজ্যে অস্থিরতার আবহে দক্ষিণ চিন সাগরের তেল-গ্যাস সম্পদ যৌথভাবে উত্তোলনের সম্ভাবনা ঘিরে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে চিনের মতো শক্তিশালী দেশের সঙ্গে সমঝোতায় ছোট দেশগুলির সামুদ্রিক অধিকার ও আইনি অবস্থান সুরক্ষিত রাখাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

দক্ষিণ চিন সাগরের বিপুল তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ভাণ্ডার এক দিকে যেমন আঞ্চলিক জ্বালানি নিরাপত্তার বড় সুযোগ, অন্য দিকে তেমনি দীর্ঘদিনের ভূখণ্ডগত বিরোধের অন্যতম কারণ। হরমুজ প্রণালী ঘিরে অনিশ্চয়তা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অস্থিরতা বেড়ে যাওয়ায় এই সাগরের সম্পদ যৌথ ভাবে ব্যবহারের ভাবনা ফের গুরুত্ব পাচ্ছে। কিন্তু চিন, ফিলিপিন্স-সহ একাধিক দেশের মধ্যে সার্বভৌমত্ব ও সামুদ্রিক সীমানা নিয়ে বিরোধের জট এখনও কাটেনি।

দক্ষিণ চিন সাগর দিয়ে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলের পথ বিস্তৃত। ফলে এই অঞ্চলে সংঘাতের প্রভাব শুধু উপকূলবর্তী দেশগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। আন্তর্জাতিক পণ্য সরবরাহ, জ্বালানি পরিবহণ এবং বিশ্ব বাণিজ্যের স্থিতিশীলতাও এর সঙ্গে জড়িত। এই পরিস্থিতিতে তেল-গ্যাস উত্তোলনে যৌথ উদ্যোগ অর্থনৈতিক লাভের পাশাপাশি উত্তেজনা কমানোর একটি সম্ভাব্য পথ হয়ে উঠতে পারে।

দীর্ঘদিন ধরেই সামুদ্রিক বিরোধ মেটানোর বিকল্প হিসেবে যৌথ সম্পদ উন্নয়নের প্রস্তাব দিয়ে আসছে চিন। কিন্তু অতীতে এমন উদ্যোগ খুব বেশি সাফল্য পায়নি। পূর্ব চিন সাগরে চিন ও জাপানের যৌথ উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা হোক কিংবা দক্ষিণ চিন সাগরে দ্বিপাক্ষিক ও ত্রিপাক্ষিক উদ্যোগ; কোনওটিই স্থায়ী সমাধানের পথ খুলতে পারেনি। চিন, ভিয়েতনাম ও ফিলিপিন্সের মধ্যে যৌথ সামুদ্রিক ভূকম্পন সমীক্ষা প্রকল্পও শেষ পর্যন্ত প্রত্যাশিত ফল দেয়নি। সামুদ্রিক সীমানা চূড়ান্ত ভাবে নির্ধারিত না হলেও যৌথ উন্নয়ন চুক্তি করা সম্ভব। রাষ্ট্রপুঞ্জের সমুদ্র আইন সংক্রান্ত সনদ; আনকুসের ৭৪(৩) ও ৮৩(৩) অনুচ্ছেদে একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং মহীসোপানের সীমানা নির্ধারণের আগে বিরোধে জড়িত দেশগুলিকে বাস্তবসম্মত অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সর্বাঙ্গিক চেষ্টা করতে বলা হয়েছে।

অর্থাৎ, চূড়ান্ত সীমান্ত-বিরোধ মেটার অপেক্ষা না করেও নির্দিষ্ট শর্তে সম্পদ উত্তোলনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু দক্ষিণ চিন সাগরে প্রশ্নটি শুধু অর্থনৈতিক সহযোগিতার নয়, বরং সেই সহযোগিতার মাধ্যমে চিনের দাবিকে পরোক্ষ স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে কি না, তা নিয়েও।

২০১৬ সালে ফিলিপিন্সের দায়ের করা মামলায় আন্তর্জাতিক সালিশি ট্রাইব্যুনালের রায় চিনের বিস্তৃত সামুদ্রিক দাবিকে বড় ধাক্কা দিয়েছিল। তথাকথিত ‘নাইন-ড্যাশ লাইন’-এর মধ্যে ঐতিহাসিক অধিকারের ভিত্তিতে চিন যে দাবি তুলেছিল, ট্রাইব্যুনাল তা আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন অনুযায়ী গ্রহণ করেনি। দক্ষিণ চিন সাগরের স্প্র্যাটলি দ্বীপপুঞ্জের সংশ্লিষ্ট উঁচু জোয়ারের সময় দৃশ্যমান কোনও ভূপ্রকৃতিই নিজস্ব একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরির অধিকার পাবে না বলেও রায়ে উল্লেখ করা হয়। তবে ওই ট্রাইব্যুনাল স্থলভূখণ্ডের উপর সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে কোনও সিদ্ধান্ত দেয়নি। সামুদ্রিক সীমানাও নির্ধারণ করেনি। তা সত্ত্বেও রায়টি ফিলিপিন্সের আইনি অবস্থানকে শক্তিশালী করে এবং চিনের বিস্তৃত সামুদ্রিক দাবির ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

এই কারণেই চিনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে যেতে ফিলিপিন্স-সহ অন্য দাবিদার দেশগুলির একাংশের আশঙ্কা, কোনও চুক্তিকে বেজিং নিজেদের দাবির স্বীকৃতি হিসেবে তুলে ধরতে পারে। অর্থনৈতিক সুবিধা পেতে গিয়ে আইনি অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়ার ঝুঁকি তাই উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

বিশ্বের জ্বালানি বাজারে অনিশ্চয়তা এবং সরবরাহ ব্যবস্থার চাপ নতুন করে যৌথ উদ্যোগের পক্ষে যুক্তি তৈরি করেছে। সামুদ্রিক সীমানা নিয়ে বিরোধের কারণে বিনিয়োগকারীরা পিছিয়ে থাকেন, আটকে যায় অনুসন্ধান এবং উত্তোলনের কাজ। অথচ যৌথ ভাবে সম্পদ ব্যবহার করা গেলে দেশগুলি জ্বালানির চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি আর্থিক লাভও ভাগ করে নিতে পারে। তবে চিনকে বাদ রেখে দক্ষিণ চিন সাগরে বড় কোনও যৌথ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা কঠিন। অতীতে ভিয়েতনামের সঙ্গে জ্বালানি ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্থার অংশীদারিত্বে চিনের হস্তক্ষেপের অভিযোগ উঠেছে। ফলে বেজিংয়ের অংশগ্রহণ ছাড়া প্রকল্প এগোলে সরাসরি সংঘাতের আশঙ্কাও থেকে যায়। চিন ও ফিলিপিন্সের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ফের শুরু করার চেষ্টা চলছে। চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই-র ইন্দোনেশিয়া সফরের সময়ও যৌথ উন্নয়নের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট চুক্তি বা কার্যকর প্রতিশ্রুতি সামনে আসেনি। এখানে আরও একটি প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ; অর্থনৈতিক সহযোগিতা কি দীর্ঘদিনের অবিশ্বাস কাটিয়ে রাজনৈতিক সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে পারবে? কিছু বিশ্লেষকের মতে, যৌথ উন্নয়ন চুক্তি সফল হওয়ার জন্য আগে থেকেই স্থিতিশীল দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক থাকা জরুরি। অর্থাৎ, অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব নিজে থেকেই আস্থার পরিবেশ তৈরি করবে, এমন নিশ্চয়তা নেই।

বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ছোট দাবিদার দেশগুলির সামনে দর-কষাকষির একটি সুযোগ তৈরি করতে পারে। বিশ্ব বাণিজ্যের অনিশ্চয়তা এবং জ্বালানি নিরাপত্তার প্রয়োজনকে কাজে লাগিয়ে তারা চিনের সঙ্গে তুলনামূলক সুবিধাজনক চুক্তির চেষ্টা করতে পারে। তবে সেই চুক্তিতে আইনি অধিকার রক্ষার স্পষ্ট ব্যবস্থা থাকা জরুরি। প্রথমত, চুক্তিতে পরিষ্কার করে উল্লেখ করতে হবে যে যৌথ সম্পদ উন্নয়নে অংশগ্রহণের অর্থ কোনও দেশের সামুদ্রিক সীমানা বা সার্বভৌমত্বের দাবি মেনে নেওয়া নয়। এতে চিনের দাবিকে পরোক্ষ স্বীকৃতি দেওয়ার আশঙ্কা কিছুটা কমানো সম্ভব।

দ্বিতীয়ত, আয় ভাগাভাগির নিয়ম, সম্পদ ব্যবস্থাপনার শর্ত, চুক্তি পর্যালোচনার নির্দিষ্ট সময়সীমা এবং মেয়াদ শেষ হওয়ার বিধান আগেই স্থির করতে হবে। ফিলিপিন্সের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সাংবিধানিক বিধানও মানতে হবে। আইনি ভাবে অনুমোদিত হলে ৬০:৪০ অনুপাতে আয় ভাগের মতো প্রস্তাব আলোচনায় আসতে পারে। তবে চূড়ান্ত ব্যবস্থা নির্ভর করবে সংশ্লিষ্ট আইন, সম্পদের প্রকৃতি এবং অংশগ্রহণকারী দেশগুলির অবদানের উপর।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ছোট দেশগুলির যেন আলোচনায় প্রকৃত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থাকে। স্বাধীন আইনি পরামর্শ, স্বচ্ছ আর্থিক ব্যবস্থা এবং চুক্তির শর্ত কার্যকর করার নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি ছাড়া যৌথ উদ্যোগ শেষ পর্যন্ত শক্তিশালী পক্ষের স্বার্থই রক্ষা করতে পারে।

দক্ষিণ চিন সাগরে যৌথ উন্নয়ন সার্বভৌমত্বের বিরোধ মিটিয়ে দিতে পারবে না। তবে চূড়ান্ত সমাধান না হওয়া পর্যন্ত সম্পদ ব্যবহারের একটি অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা তৈরি করে সংঘাতের ঝুঁকি কমাতে পারে। একই সঙ্গে জ্বালানি সরবরাহের চাপ সামলানো এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্রও খুলে দিতে পারে। চিনের কাছেও এটি নিজেদের আঞ্চলিক ভূমিকা নতুন ভাবে তুলে ধরার সুযোগ। প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে আকর্ষণীয় ও আইনি ভাবে ভারসাম্যপূর্ণ অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে পারলে বেজিংয়ের ভাবমূর্তি উন্নত হতে পারে। কিন্তু সামুদ্রিক এলাকায় একতরফা আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা অব্যাহত থাকলে অবিশ্বাস আরও গভীর হবে এবং সহযোগিতার সম্ভাবনাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ চিন সাগরের তেল-গ্যাস সম্পদকে সংঘাতের বদলে সহযোগিতার ভিত্তি করে তোলা সম্ভব কি না, তা নির্ভর করবে চুক্তির শর্ত কতটা ন্যায্য এবং কতটা কার্যকর তার উপর।

সিয়াং বাঁধ প্রকল্পের বিরোধিতায় উত্তাল অরুণাচল, ইংকিয়ঙে বিশাল বিক্ষোভ

মুখ্যমন্ত্রীর আলোচনার আহ্বানেও অনড় আন্দোলনকারীরা, আইন ভাঙলে গ্রেফতারির হুঁশিয়ারি পুলিশের

ইটানগর : প্রস্তাবিত সিয়াং আপার মাল্টিপারপাস প্রজেক্টের (এসইউএমপি) বিরোধিতায় ফের উত্তপ্ত অরুণাচল প্রদেশের উচ্চ সিয়াং জেলা। মঙ্গলবার জেলার সদর শহর ইংকিয়ঙে বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশে शामिल হন বাঁধবিরোধী আন্দোলনকারীরা। মুখ্যমন্ত্রী পেমা খাণ্ডুর বারবার আলোচনার আহ্বান সত্ত্বেও প্রকল্পের বিরোধিতায় অনড় তাঁরা।

সিয়াং আপার মাল্টিপারপাস প্রজেক্ট অ্যাফেক্টেড এরিয়া ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশন এবং সিয়াং ইন্ডিজেনাস ফার্মার্স ফোরামের যুব শাখার উদ্যোগে এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এলাকায় উত্তেজনার জেরে আগে জনসমাবেশ ও বিক্ষোভে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল জেলা প্রশাসন। পরে অবশ্য নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে



সমাবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। অরুণাচল প্রদেশের পুলিশপ্রধান ডি জি পি ডঃ এস ডি সিং জামওয়াল জানিয়েছেন, পুলিশের প্রধান লক্ষ্য আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা।

প্রকল্পের পক্ষে বা বিপক্ষে আন্দোলনকারীদের অবস্থান পুলিশের বিবেচ্য নয়। কেউ হিংসা ছড়ালে, অপরাধ করলে কিংবা আইন ভাঙলে

তাকে আটক ও গ্রেফতার করা হবে বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন তিনি।

উল্লেখ্য, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ১৬৩ ধারায় আগে পাঁচজনের বেশি মানুষের জমায়েত, অস্ত্র বহন এবং অনুমতি ছাড়া মিছিল ও জনসভায় বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল প্রশাসন। আগামী ১০ নভেম্বর পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর থাকার কথা ছিল।

প্রায় দু'সপ্তাহ আগে মুখ্যমন্ত্রী পেমা খাণ্ডুর সিয়াং সফরকে কেন্দ্র করে বাঁধবিরোধী বিক্ষোভ হিংসাত্মক রূপ নেয়। সেই সময় ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ এবং নিরাপত্তারক্ষীদের উপর হামলার ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ। তারপর থেকেই এলাকায় উত্তেজনা অব্যাহত রয়েছে। নতুন করে এই বিক্ষোভে স্পষ্ট, সরকারের আলোচনার উদ্যোগ সত্ত্বেও প্রস্তাবিত বহুমুখী প্রকল্প নিয়ে স্থানীয়দের বিরোধিতা এখনও কাটেনি।

কোয়ান্টাম গবেষণায় নতুন দিশা নাগাল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও আইআইটি বম্বে

কোহিমা : কোয়ান্টাম প্রযুক্তি ও উন্নত উপাদান বিজ্ঞানের গবেষণায় নতুন সম্ভাবনার স্বাক্ষর দিলেন নাগাল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও আইআইটি বম্বের বিজ্ঞানীরা। তাঁদের গবেষণায় এমন একটি দ্বিমাত্রিক জালক কাঠামোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, যার সাহায্যে চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করে ইলেকট্রনের অস্বাভাবিক কোয়ান্টাম অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হতে পারে।

‘ডায়মন্ড-ডোডেকাগন জালক’ নামের এই কাঠামো নিয়ে কম্পিউটার সিমুলেশনে গবেষকেরা তিনটি সমতল শক্তিস্তর বা ‘ফ্ল্যাট এনার্জি ব্যান্ড’-এর স্বাক্ষর পেয়েছেন। এই অবস্থায় ইলেকট্রনের চলাচল সীমিত হয়ে পড়ে এবং তাদের পারস্পরিক ক্রিয়ার প্রভাব বাড়তে পারে। ফলে সাধারণ উপাদানে বিরল কিছু কোয়ান্টাম অবস্থা তৈরির সম্ভাবনা দেখা দেয়।

নাগাল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক বিপ্লব পালের নেতৃত্বে গবেষণাটি হয়েছে। তাঁর সহযোগী আইআইটি বম্বের গবেষক জয়দীপ মাঝি। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, বাহ্যিক চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে জালকের কোয়ান্টাম অবস্থায় পরিবর্তন ঘটতে পারে, যা ‘টপোলজিক্যাল ফেজ ট্রানজিশন’-এর পথ খুলে দিতে পারে। ভবিষ্যতে এই গবেষণা কোয়ান্টাম সেপার, উন্নত ইলেকট্রনিক যন্ত্র এবং নতুন উপাদান তৈরিতে সহায়ক হতে পারে। এমনকি সুপারকন্ডাক্টিভিটির মতো বিশেষ কোয়ান্টাম অবস্থার গবেষণাতেও এর গুরুত্ব রয়েছে।

পিতৃতন্ত্র ভাঙার আগে নিজের দল সামলান রাখল, কটাক্ষ সুস্মিতার

আকোইজামের বিরুদ্ধে তদন্ত নিয়ে কংগ্রেস নেতৃত্বের অবস্থান স্পষ্ট করার দাবি

নয়াদিল্লি : নারী অধিকার ও পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে সরব হওয়ার আগে নিজেদের দলের অভ্যন্তরে ওঠা যৌন হেনস্থার অভিযোগের মোকাবিলা করুন রাখল গান্ধী। সোমবার কংগ্রেস নেতাকে এই ভাষাতেই আক্রমণ করলেন রাজ্যসভার সাংসদ সুস্মিতা দেব। তাঁর বক্তব্য, অন্যকে পিতৃতন্ত্র ভাঙার পরামর্শ দেওয়ার আগে কংগ্রেস নেতৃত্বকে নিজেদের দলের অভিযোগগুলির নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে হবে।

একটি জনসভায় মহিলাদের পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আহ্বান জানিয়েছিলেন রাখল গান্ধী। সেই প্রসঙ্গ টেনেই পালটা কটাক্ষ করেন সুস্মিতা। তাঁর কথায়, এখন যখন তাঁর নিজের ঘরেই আগুন লেগেছে, তখন আগে নিজের দল থেকেই পিতৃতন্ত্র ভাঙুন। তার পরে আমাদের কথা বলুন।



পদত্যাগ নিশ্চিত করার ঘোষণা দিতে হবে রাখলকে।

তিনি বলেন, রাখল গান্ধী যদি নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে চান, তা হলে পরবর্তী সাংবাদিক বৈঠকে তদন্তে দোষ প্রমাণিত হলে বিমল আকোইজামের পদত্যাগের কথা ঘোষণা করা উচিত।

সুস্মিতার এই মন্তব্যে নারী অধিকার নিয়ে কংগ্রেসের অবস্থান এবং দলের অভ্যন্তরে ওঠা অভিযোগ মোকাবিলায় নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়ে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। তবে অভিযোগের সত্যতা তদন্তের ফলাফলের উপরই নির্ভরশীল।

সোনাইয়ে ২১ লক্ষ টাকার দুই উন্নয়ন প্রকল্পের শিলান্যাস পরিমলের

তুলারগ্রাম দ্বিতীয় খণ্ডে শ্মশান ও নাটমন্দির-সহ কমিউনিটি হল নির্মাণের উদ্যোগ

শিলচর : সোনাই বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সোনাই মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের তুলারগ্রাম দ্বিতীয় খণ্ডে ২১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দুটি উন্নয়ন প্রকল্পের শিলান্যাস করলেন শিলচরের সাংসদ পরিমল শুরুবৈদ্য। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল (এমপিএলএডিএস)-এর অর্থে প্রকল্প দুটি বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্প দুটির মধ্যে রয়েছে ১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি শ্মশান নির্মাণ এবং ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ঐতিহাসিক সোনাই কালীবাড়ি মন্দিরের কাছে নাটমন্দির-সহ একটি কমিউনিটি হল নির্মাণ। স্থানীয় বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণের পাশাপাশি এলাকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তুলারগ্রাম দ্বিতীয় খণ্ডে নির্মিত হতে চলা শ্মশানটি টিকরবস্তি, ডেকাজুড়ি, তুলারগ্রাম-সহ পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দাদের কাজে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। অন্যদিকে, ৪ নম্বর ওয়ার্ডে সোনাই কালীবাড়ি মন্দিরের কাছে নাটমন্দির-সহ কমিউনিটি হলটি নির্মিত হলে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান পাওয়া যাবে। এর মাধ্যমে এলাকার ঐতিহ্য ও ধর্মীয়



পরম্পরা সংরক্ষণের পাশাপাশি সামাজিক পরিকাঠামোও শক্তিশালী হবে। শিলান্যাস অনুষ্ঠানে সাংসদ পরিমল শুরুবৈদ্য বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার নেতৃত্বে সরকার শিলচর লোকসভা কেন্দ্রের সর্বত্র সার্বিক উন্নয়ন এবং প্রয়োজনীয় জনপরিকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে।

এদিন তুলারগ্রামের বাসিন্দাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা, ভালোবাসা ও সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন সাংসদ। এলাকার মানুষের আস্থা তাঁকে জনকল্যাণ ও উন্নয়নের কাজে আরও নিষ্ঠার সঙ্গে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

হাইলাকান্ডিতে পাঁচ শিশু সহ ১০ বাংলাদেশি আটক

হাইলাকান্ডি : হাইলাকান্ডি জেলার পাঁচগ্রাম থানা এলাকায় পাঁচ শিশুসহ ১০ জন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে পুলিশ। রবিবার রাতে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে এক মহিলাও রয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তির গত প্রায় ১০ বছর ধরে জম্মু-কাশ্মীরে বসবাস করছিলেন। সেখানে একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানে তাঁরা কাজ করতেন বলে জানা গিয়েছে। সম্প্রতি স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বললে তাঁরা বাংলাদেশে ফেরার পরিকল্পনা করেন।

প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, মেঘালয়ের কোনও ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে দেশে প্রবেশের উদ্দেশ্যে তাঁরা যাত্রা শুরু করেছিলেন। পাঁচগ্রাম এলাকায় তাঁদের সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে এক অটোচালক স্থানীয় বাসিন্দাদের খবর দেন। পরে পুলিশ এসে তাঁদের নিজেদের হেফাজতে নেয়। আটক ব্যক্তিদের পরিচয় ও অন্যান্য তথ্য যাচাই করছে পুলিশ। তাঁদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর জন্য পুশব্যাক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে সূত্রের খবর। প্রয়োজনীয় আইনি ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।

মণিপুরে প্রিপাকের দুই সদস্য গ্রেফতার, রেইজিং ডে-র ব্যানার লাগানোর অভিযোগ

ইম্ফল : মণিপুরের ইম্ফল পূর্ব জেলায় নিষিদ্ধ সংগঠন পিপলস রেভলিউশনারি পার্টি অফ কাংলেইপাক (প্রিপাক)-এর দুই সদস্যকে সক্রিয় সদস্যকে গ্রেফতার করেছে নিরাপত্তারক্ষীরা। সোমবার, ১২ অক্টোবর, ইম্ফল পূর্বের ক্রিমিনাল ডিটেকশন ইউনিট (সিডিও) ও নিরাপত্তাবাহিনীর যৌথ অভিযানে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, লামলাই থানার অন্তর্গত পৃথক এলাকায় গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযান চালানো হয়। ধৃতদের নাম কেইশাম কান্তো মেইতেই (১৮) এবং ক্ষেত্রিমায়ুম শ্যাম সিং (৫২)। কান্তো মেইতেইয়ের বাড়ি ইয়ারুবাং খুনৌ এলাকায় এবং শ্যাম সিংয়ের বাড়ি নুংগোই মাখা লৌকাই এলাকায়। অভিযোগ, প্রিপাকের প্রতিষ্ঠা দিবস বা ‘রেইজিং ডে’ উপলক্ষে সংগঠনের বিভিন্ন কার্যকলাপে তাঁরা যুক্ত ছিলেন। সাওম্বুং এলাকায় সংগঠনের ব্যানার বহন ও টাঙানোর সঙ্গেও তাঁদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ উঠেছে।

দুর্গাপূজায় অশান্তির আশঙ্কা, মণ্ডপ পাহারায় বিএনপি নেতা-কর্মীরা

‘পরাজিত অপশক্তি’ চক্রান্ত করতে পারে,
সতর্কবার্তা রুহুল কবির রিজভির



ঢাকা : আসন্ন দুর্গাপূজা নির্বিশেষে ও নিরাপদে সম্পন্ন করতে দলীয় নেতা-কর্মীদের পুজোমণ্ডপ পাহারা দেওয়ার নির্দেশ দিল বাংলাদেশের শাসকদল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। পুজোকে কেন্দ্র করে ‘পরাজিত অপশক্তি’ চক্রান্ত করতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন দলের ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি। শনিবার রাতে দলের স্থায়ী কমিটির বৈঠক শেষে তিনি জানান, হিন্দু সম্প্রদায়ের উৎসবের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিএনপির নেতা-কর্মীদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

গুলশানে দলের চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন বিএনপির চেয়ারম্যান তথা প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। রিজভি বলেন, বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। বিভিন্ন ধর্মের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে পরস্পরের উৎসবে অংশ নিয়ে আসছেন। কিন্তু দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে কেউ অশান্তি বা বিভেদ তৈরির চেষ্টা করতে পারে। সেই সত্তাবনা রাখতেই দলের নেতা-কর্মী ও সাধারণ মানুষকে পুজোমণ্ডপগুলিতে নজরদারি চালানোর আহ্বান জানানো হয়েছে।

পুজোর নিরাপত্তা ও আয়োজন

পর্যবেক্ষণে ১২ সদস্যের একটি কমিটিও গঠন করেছে বিএনপি। কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে দলের জাতীয় নির্বাহী কমিটির যুগ্ম মহাসচিব খায়রুল কবির খোকনকে। সদস্যসচিব হয়েছেন যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স। স্থানীয় পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে সমন্বয় রেখে দলের নেতা-কর্মীরা স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকা পালন করবেন বলে জানিয়েছেন রিজভি।

তবে ‘পরাজিত অপশক্তি’ বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে, তা স্পষ্ট করেননি বিএনপির এই নেতা। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দল জামায়াতে ইসলামী। ফলে বিএনপির এই মন্তব্যে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তৈরি হয়েছে, তবে জামায়াতকে সরাসরি নিশানা করার কোনও স্পষ্ট প্রমাণ নেই।

বৈঠকে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা হয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ, বাজারের সিডিকেট ভাঙা, ব্যাঙ্কিং খাত ও রেমিট্যান্স প্রবাহে গতি আনা এবং ডেঙ্গু মোকাবিলায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা জোরদার করার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাশাপাশি মাদকের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের পক্ষেও সওয়াল করেন দলের শীর্ষ নেতারা।

‘জঙ্গি কোথাকার! নিউ ইয়র্কে পা রাখতেই ইউনুসকে ঘিরে বিক্ষোভ

নিউ ইয়র্ক : আমেরিকার মাটিতে পা রাখতেই প্রবল বিক্ষোভের মুখে বাংলাদেশের প্রাক্তন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুস। সোমবার রাতে নিউ ইয়র্কের জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাঁকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখান একদল মানুষ।

তাঁদের অধিকাংশই আমেরিকায় বসবাসকারী বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত বলে জানা গিয়েছে। ইউনুসকে লক্ষ্য করে ওঠে ‘গো ব্যাক’ স্লোগান। কেউ কেউ তাঁকে ‘জঙ্গি’ বলেও আক্রমণ করেন। পরে নিরাপত্তারক্ষীদের সহায়তায় হুইলচেয়ারে বসা অশীতিপর ইউনুসকে বিমানবন্দর থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার ভিডিও ইতিমধ্যেই সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

২০২৪ সালের অগস্টে গণ-অভ্যুত্থানের জেরে শেখ হাসিনার সরকারের পতন হয়। তার পর বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নেন নোবেলজয়ী



অর্থনীতিবিদ ইউনুস। তাঁর কার্যকালে সংখ্যালঘু, বিশেষত হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হামলা ও নির্যাতনের একাধিক অভিযোগ সামনে আসে। বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে দেশ-বিদেশে সমালোচনাও হয়। ইউনুসের নেতৃত্বাধীন প্রশাসনের

বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ ঘিরে বিতর্ক অবশ্য তাঁর আমলেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের পর তারেক রহমানের নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠিত হলে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার পদ ছাড়েন ইউনুস। তার পর এই প্রথম তাঁর বিদেশ সফর ঘিরে এমন বিক্ষোভের ঘটনা সামনে এল।

সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওয় দেখা যায়, কাতার এয়ারওয়েজের বিমানে নিউ ইয়র্কে পৌঁছন ইউনুস। বিমানবন্দরের টার্মিনাল ৮ দিয়ে হুইলচেয়ারে করে বেরনোর সময় তাঁকে ঘিরে ধরেন বিক্ষোভকারীরা।

‘আমেরিকা ফার্স্ট’, রাশিয়ার ডিজেল কিনে সাফাই ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন : রাশিয়ার কাছ থেকে জ্বালানি কেনার জন্য ভারত ও চিনকে শুষ্কের হুমকি দিলেও নিজেই মস্কোর কাছ থেকে ডিজেল কেনার সিদ্ধান্তের পক্ষে সাফাই গাইলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর দাবি, মার্কিন জনগণের স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সামাজিক মাধ্যম ‘টুথ সোশ্যাল’-এ ট্রাম্প অভিযোগ করেন, রাশিয়ার কাছ থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের জ্বালানি কেনার বিষয়টি সংবাদমাধ্যম এড়িয়ে যাচ্ছে। ট্রাম্পের ঘোষণা অনুযায়ী, রাশিয়া আমেরিকা-সহ বিশ্ববাজারে তিন লক্ষ মেট্রিক টনেরও বেশি ডিজেল সরবরাহ করবে। নভেম্বরে আরও পাঁচ লক্ষ মেট্রিক টন এবং পরে ১০ লক্ষ মেট্রিক টন সরবরাহের প্রতিশ্রুতির কথাও জানিয়েছেন তিনি।

ভোটচুরির আন্দোলনেও লাভ নেই, গুজরাটের তিন পুরসভায় বিজেপির জয়

গান্ধীনগরে ৪৪টির মধ্যে ৩৮ আসন, থারা ও ওকরাতেও
গেরুয়া ঝড়; সামান্য আসন বাড়িয়ে সন্তুষ্ট কংগ্রেস

গান্ধীনগর : ভোটচুরি নিয়ে লাগাতার আন্দোলন, বিক্ষোভ এবং কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ; কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর এই রাজনৈতিক কৌশল কি আদৌ ভোটের বাঞ্ছা প্রভাব ফেলেছে? গুজরাটের তিন পুরসভার নির্বাচনের ফল অন্তত তেমন কোনও ইঙ্গিত দিচ্ছে না। গান্ধীনগর-সহ তিন পুরসভাতেই নিরঙ্কুশ জয় পেয়েছে বিজেপি। কংগ্রেসের আসনসংখ্যা সামান্য বাড়লেও গেরুয়া শিবিরের আধিপত্যে বিশেষ টান পড়েনি।

সম্প্রতি গুজরাটের তিন পুরসভায় ভোটগ্রহণ হয়। ফলাফলে গান্ধীনগর পুরসভার ৪৪টি আসনের মধ্যে ৩৮টি দখল করেছে বিজেপি। কংগ্রেস পেয়েছে মাত্র পাঁচটি আসন। একটি আসনে জয়ী হয়েছেন নির্দল প্রার্থী। আম আদমি পার্টি (আপ) এ বার খাতাই খুলতে পারেনি। ২০২১ সালের নির্বাচনে বিজেপি ৪১টি, কংগ্রেস দু’টি এবং আপ একটি আসনে জয়ী হয়েছিল। অর্থাৎ, গতবারের তুলনায় কংগ্রেসের আসনসংখ্যা দু’টি বাড়লেও বিজেপির জয়যাত্রা অব্যাহত।

থারা পুরসভাতেও ছবির বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। ২৪টি আসনের মধ্যে ১৯টিতে জয়ী হয়েছে বিজেপি। কংগ্রেস পেয়েছে পাঁচটি আসন।



২০২১ সালে বিজেপির বুলিতে ছিল ২০টি আসন, কংগ্রেস পেয়েছিল চারটি। ফলে এখানে বিরোধীদের সামান্য অগ্রগতি হলেও পুরসভার নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতেই রেখেছে গেরুয়া শিবির।

ওকরা পুরসভায় ৩৬টি আসনের মধ্যে ৩৩টিতে জয় পেয়েছে বিজেপি। কংগ্রেসের দখলে গিয়েছে মাত্র তিনটি আসন। পাঁচ বছর আগে বিজেপি ৩৪টি এবং কংগ্রেস দু’টি আসনে জিতেছিল। সেখানেও কংগ্রেসের আসন সামান্য বাড়লেও বিজেপির আধিপত্যে বড়সড় কোনও ধাক্কা লাগেনি।

রাহুল গান্ধী যখন ভোটচুরি নিয়ে দেশজুড়ে আন্দোলন চালাচ্ছেন, তখন এই ফল কংগ্রেসের রাজনৈতিক কৌশল নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। যদিও কংগ্রেসের বক্তব্য, পুরসভা নির্বাচনের ফল দিয়ে জাতীয় রাজনীতির মূল্যায়ন করা ঠিক নয়। তবে গুজরাটের তিন পুরসভার রায় স্পষ্ট করে দিয়েছে, অন্তত স্থানীয় স্তরে বিজেপির সাংগঠনিক শক্তিকে চ্যালেঞ্জ জানানো এখনও যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে কংগ্রেসকে।

১০টি বহুতল, ১০ হাজারের বেশি ফ্ল্যাট! আদানির হাত ধরে বদলাবে ধারাভির ছবি

মুম্বই : এশিয়ার বৃহত্তম বস্তি ধারাভির চেনা ছবি বদলাতে চলেছে। শিল্পপতি গোতম আদানির সংস্থার তত্ত্বাবধানে মুম্বইয়ের এই ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার পুনর্নির্মাণ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে সোমবার থেকে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, ধারাভিতে গড়ে উঠবে ১০টি বহুতল আবাসন। সেখানে ১০,৪৩২টি অ্যাপার্টমেন্টের পাশাপাশি তৈরি হবে ১, ৩৭৯টি বাণিজ্যিক ও শিল্প ইউনিট। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের দায়িত্বে রয়েছে ‘আদানি নবভারত ডেভেলপার্স প্রাইভেট লিমিটেড’। আদানি এন্টারপ্রাইজের ডিরেক্টর প্রণব আদানি জানিয়েছেন, ধারাভির প্রতিটি পরিবারের এমন একটি বাড়ি প্রাপ্য, যেখানে তারা নিরাপদ বোধ করবে। তাঁর কথায়, পরিবারগুলির গুরুত্ব সম্পর্কে সংস্থা অবগত। বাসিন্দারা যাতে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পারেন এবং সন্তানদের



ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই নতুন ধারাভি গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

প্রকল্পের পরিকল্পনা অনুযায়ী, নতুন আবাসনে প্রতিটি পরিবার প্রায় ৩৫০ বর্গফুটের বাড়ি পাবে। প্রতিটি টাওয়ারে থাকবে ৩৭ থেকে ৩৯টি তলা। বাসিন্দাদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য প্রতি টাওয়ারে ১০ থেকে ১২টি যাত্রীবাহী লিফট রাখার পরিকল্পনাও রয়েছে। আবাসনের পাশাপাশি বাণিজ্যিক ও শিল্প ইউনিট গড়ে তোলার মাধ্যমে এলাকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও বজায় রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মহারাষ্ট্রের মুম্বইয়ের কেন্দ্রস্থলে প্রায় ৬২০ একর জমির উপর বিস্তৃত ধারাভিতে আনুমানিক ১০ থেকে ১২ লক্ষ মানুষের বসবাস। ঘনবসতিপূর্ণ এই এলাকা দীর্ঘদিন ধরেই মুম্বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত।

ছবির প্রক্রিয়াকরণে ৫০০ গুণ কম শক্তি খরচ! মস্তিষ্কের আদলে যন্ত্র তৈরি আইআইটি গুয়াহাটীর

গুয়াহাটি : মানুষের মস্তিষ্কের মতোই আলো থেকে তথ্য গ্রহণ, তা মনে রাখা এবং প্রয়োজনমতো প্রক্রিয়াকরণ করতে পারবে যন্ত্র। আর এই কাজ করতে প্রচলিত এমএক্সিন-ভিত্তিক যন্ত্রের তুলনায় শক্তি খরচ হবে ৫০০ গুণ কম; এমনই এক আলোকসংবেদী প্রযুক্তি তৈরি করেছেন আইআইটি গুয়াহাটীর গবেষকেরা। আইআইটি খড়্গপুরের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে তৈরি অতি পাতলা এই যন্ত্র পরীক্ষাগারে মুখ শনাক্তকরণে ৯০ শতাংশ নির্ভুলতা দেখিয়েছে।

প্রযুক্তিটির বিশেষত্ব হল, ছবি তোলা, তথ্য সংরক্ষণ এবং তা বিশ্লেষণের জন্য আলাদা আলাদা উপাদানের উপর নির্ভর করতে হবে না। একই যন্ত্রে এই তিনটি কাজ একত্র করার চেষ্টা করেছেন গবেষকেরা। তাঁদের মতে, এই প্রযুক্তি ভবিষ্যতে রোবটের দৃষ্টিসংক্রান্ত ব্যবস্থা, যানবাহন চলাচল পর্যবেক্ষণ, মুখ শনাক্তকরণ এবং অন্যান্য বুদ্ধিদীপ্ত কম্পিউটিং ব্যবস্থায় কাজে লাগতে পারে।

আলো নিভলেও থেকে যাবে তথ্যের ছাপ প্রচলিত বৈদ্যুতিন দৃষ্ট্যব্যবস্থায় ক্যামেরা ছবি ধরে, মেমরি বা স্মৃতিধারক অংশ সেই তথ্য জমা রাখে এবং প্রসেসর একের পর এক পিক্সেল বিশ্লেষণ করে ছবির অর্থ বোঝার চেষ্টা করে। এই পৃথক উপাদানগুলির মধ্যে তথ্য আদানপ্রদানে শক্তি খরচ হয়, প্রক্রিয়াকরণেও সময় লাগে।

মানুষের মস্তিষ্ক অবশ্য আগে থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা কাজে



লাগিয়ে দ্রুত পরিচিত বস্তু চিনতে পারে। একটি আপেল দেখলে তার রং, আকৃতি ও পরিচিত বৈশিষ্ট্য থেকে মস্তিষ্ক সহজেই বস্তুটিকে শনাক্ত করে। সেই প্রক্রিয়ার কিছু বৈশিষ্ট্য বৈদ্যুতিন যন্ত্রে নিয়ে আসাই গবেষকদের লক্ষ্য।

আইআইটি গুয়াহাটীর পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক পি কে গিরি, যিনি গবেষণাটির প্রধান লেখক, জানান, নতুন যন্ত্রে আলো শনাক্ত করা, সেই আলোর প্রভাবে তৈরি তথ্য ধরে রাখা এবং সংকেত প্রক্রিয়াকরণের কাজ একই মঞ্চে করার চেষ্টা করা হয়েছে।

দুই উপাদানের বিশেষ সমন্বয় যন্ত্রটি তৈরিতে ব্যবহার করা হয়েছে এমএক্সিন ন্যানোশিট এবং পিওএইচটি নামের একটি জৈব অর্ধপরিবাহী পদার্থ। এমএক্সিন বিদ্যুৎ পরিবাহী দ্বিমাত্রিক উপাদান হিসেবে পরিচিত। অন্য দিকে, পিওএইচটি আলো পেলে বৈদ্যুতিক চার্জ তৈরি করতে পারে।

দুটি উপাদানকে সংযুক্ত করলে আলো পড়ার ফলে তৈরি চার্জ তাদের সংযোগস্থলে পৃথক হয়ে যায়

এবং দীর্ঘ সময় ধরে সেই অবস্থায় থাকতে পারে। ফলে আলোর উৎস বন্ধ হয়ে গেলেও যন্ত্রে আগের সংকেতের প্রভাব থেকে যায়। এই বৈশিষ্ট্যই তাকে তথ্য ধরে রাখার মতো ক্ষমতা দেয়। শুধু তাই নয়, বারবার আলোর সংকেত পড়লে

যন্ত্রটির প্রতিক্রিয়াও বাড়ে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, দ্বিতীয়বার আলোর সংকেত দেওয়ার পর বৈদ্যুতিক প্রতিক্রিয়া প্রথমবারের তুলনায় ১৮০ শতাংশ বেশি হয়েছে। গবেষকদের মতে, বারবার উদ্দীপনার ফলে স্নায়ুকোষের শেখার প্রক্রিয়ার সঙ্গে এই আচরণের কিছুটা মিল রয়েছে।

মুখ শনাক্তকরণে ৯০ শতাংশ নির্ভুলতা প্রযুক্তিটির কার্যকারিতা যাচাই করতে মুখ শনাক্তকরণ এবং রাস্তার দৃশ্যের বিভিন্ন অংশ আলাদা করে চিহ্নিত করার পরীক্ষা চালানো হয়। মুখ শনাক্তকরণে যন্ত্রটি ৯০ শতাংশ নির্ভুলতা অর্জন করেছে। যান চলাচলের দৃশ্য বিশ্লেষণ বা ট্রাফিক-সিন সেগমেন্টেশনের

পরীক্ষায় নির্ভুলতার হার ছিল ৮৫ শতাংশ। গবেষকেরা জানিয়েছেন, তুলনামূলক কম খরচের দ্রবণ-ভিত্তিক পদ্ধতিতে যন্ত্রটি তৈরি করা হয়েছে। ফলে ভবিষ্যতে শক্তি-সাশ্রয়ী দৃষ্টিনির্ভর কম্পিউটিং প্রযুক্তির বিকাশে এটি নতুন সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে।

গবেষণার ফল প্রকাশিত হয়েছে কার্বন নামের বিজ্ঞানপত্রিকায়। আইআইটি গুয়াহাটি ও আইআইটি খড়্গপুরের গবেষকেরা এই কাজে যুক্ত ছিলেন। তবে পরীক্ষাগারে পাওয়া ফলাফলই বাস্তব ক্ষেত্রে প্রযুক্তিটির সাফল্যের চূড়ান্ত প্রমাণ নয়। বৃহৎ পরিসরে ব্যবহার, বিভিন্ন পরিবেশে কার্যকারিতা এবং দীর্ঘমেয়াদি নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করতে আরও গবেষণা প্রয়োজন।

NOMINATE YOUR
FAVOURITE
TEACHER

YOUR VOICE.
YOUR VOTE.

Celebrating and Honouring the Educators
who Inspire, Empower and Transform

Nominations are open for

North East Integration Rally
Teacher Excellence Award

2026-27

Who Can Nominate?

Students | Schools | Parents | Citizen | Self Nominate

Scan the QR & Fill the Google form

<https://bit.ly/NEIRTEA>

www.krcfoundation.org



KRC TIMES
STAY ENRICHED

STAY INFORMED, STAY ENRICHED

Breaking News In-Depth Analysis Expert Opinions
Local & Global Stories Diverse Content

**SCAN TO
EXPLORE
MORE!**

or visit <https://linktr.ee/krctimes>

KRC TIMES
STAY ENRICHED



EMPOWERING YOUNG MINDS

**UNLOCK YOUR
FUTURE WITH
BRAIN VISION CLASSES**

At Brain Vision Classes,
we provide the ultimate
blueprint your books
leave out, featuring:

- Advanced Logic
- Modern Skills
and Career Focus

For Students
(Classes VI-X)

- Cutting-edge Online Modules
- Hands-on Practical Training

Scan to Enroll 

 **Know More**



www.krcfoundation.org

REGISTER TODAY! <https://bit.ly/KRCBrainVision>



info@krcfoundation.org



+91 - 9330830083



কেআরসি টাইমস ই-কপি

দৈনিক উত্তর-পূর্ব সংস্করণ



কেআরসি টাইমস

স্টেট এনরিচড

আমাদের সম্পর্কে

কেআরসি টাইমস হল কেআরসি ফাউন্ডেশনের একটি সাংবাদিকতামূলক উদ্যোগ, যেখানে আমরা আমাদের মূল দর্শন 'যোগাযোগহীনদের সংযুক্ত করা' অনুসরণ করি। আমরা না-বলা এবং না-শোনা গল্পগুলিকে সকলের সামনে তুলে ধরি, যার লক্ষ্য হল প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছানো।

কেআরসি টাইমস ই-কপি

উত্তর-পূর্ব ভারত সংস্করণ

- প্রতিদিন সন্ধ্যায় ৫ পৃষ্ঠার ই-কপি প্রকাশিত হয়
- প্রথম পাতা, সম্পদকীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও ৫ই/বিজ্ঞাপন
- ৩৬৫ দিনের জন্য মাত্র ৩০০ টাকায় সাবসক্রাইব করুন

কেন ই-পেপার?

প্রতিদিন সন্ধ্যার মধ্যে দ্রুত পড়ে নেওয়া যায় এমন দিনের সেরা খবর, তথ্য ও বিশ্লেষণ পান

স্বচ্ছ সাংবাদিকতা

কেআরসি টাইমস ই-কপি হল নিরপেক্ষ খবর এবং তথ্য প্রদানের একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা

কার জন্য?

ছাত্রছাত্রী, যুবসমাজ, উদ্যোক্তা, অভিভাবক এবং পেশাদার...

আপনার কপি পেতে আপনার নাম্বার পাঠান
WhatsApp: 8721838313
e-mail: krctimes@gmail.com



নলেজ রিসোর্স সেন্টার ফাউন্ডেশন
KNOWLEDGE RESOURCE CENTRE FOUNDATION

যোগাযোগ করুন

+91-8721838313

www.krctimes.com/bangla

<https://bit.ly/whykrctimes>



GROW YOUR BRAND WITH US!

KRC TIMES

Our media platform can help elevate your brand's reach and build awareness to a niche market and cover the last miles that align with your business goals and purposes.

OUR PLATFORMS:

Website

YouTube

Social Media

Magazine

E-Copy

Events

For more information, please contact us at:

www.krctimes.com

info@krcfoundation.org



DOWNLOAD ADVERTISEMENT RATE CARD
<https://bit.ly/krctimesratecard>

